আরবী বিশ্ববিদ্যালয় দাবীতে সংসদে সরকার ও বিরোধী এমপিরা সোচ্চার

বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও বৈষম্য রোধের তাগিদ

সংসদ রিপোর্টার

স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণসহ

গতকাল (বুধবার) বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সরকারী ও বিরোধী দলের সদস্যগণ ছিলেন সোচ্চার। তারা এসব জাতীয় দাবী পূরণে বাজেটে সুস্পষ্ট বরাদ্দ রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ সদস্য বলেন, স্বতন্ত্র ইসলামী

আরবী বিশ্ববিদ্যালয় দাবীতে সংসদে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্সের মান দেয়া যুগযুগের জাতীয় দাবী। কিন্তু জোট সরকারের শেষ বাজেটেও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথক বরাদ্দ না থাকায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা চরমভাবে হতাশ হয়েছেন। ভারপ্রাপ্ত স্পীকার এডভোকেট আখতার হামিদ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে আলোচনায় অংশ নেন বিএনপির এ কে ফজলুল হক মিলন, বিলকিস ইসলাম, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, জামায়াতে ইসলামীর আবু সাঈদ মোহাম্মদ শাহাদত হোসাইন, ইসলামী ঐক্যজোটের মাওলানা শাহীনূর পাশা চৌধুরী, আওয়ামী লীগের তালুকদার দেলোয়ার হোসেন, জাতীয় পার্টির মতিয়ার রহমান প্রমুখ।

জাতীয় পার্টির সদস্য মতিউর রহমান বলেন, যুগযুগ ধরে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হচ্ছে। এ দাবী এখন জাতীয় দাবীতে পরিণত হয়েছে। দেশবাসী জোট সরকারের আমলে এ দাবী বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করেছিল। সরকারের পক্ষ থেকেও ঢাকঢোল বাজানো হয়েছিল। কিন্তু তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি। এমনকি জোট সরকারের সর্বশেষ বাজেট প্রস্তাবেও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি। তিনি এজন্য মূল বাজেটে অর্থ বরাদ্দের জোরালো দাবী উত্থাপন করেন।

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মূল বাজেটে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনাসহ বরাদ্দ রাখার জন্য অর্থমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান চারদলীয় জোটের শরীক ইসলামী ঐক্যজোটের সদস্য মাওলানা শাহীনূর পাশা চৌধুরীও। তিনি চারদলীয় জোটের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন ১০০ ভাগে উন্নীত করা ও প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করা এবং চাকরি জাতীয়করণে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের দাবী জানান। তিনি কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতিও দাবী করেন। জনাব চৌধুরী হলুদ সাংবাদিকতা বন্ধ ও কাদিয়ানীদের তৎপরতা বন্ধে আইন প্রণয়ন প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।

আওয়ামী লীগের সদস্য দেলোয়ার হোসেন প্রস্তাবিত বাজেটকে 'নির্বাচনমুখী, অবাস্তব, কল্পনাপ্রসূত ও লুটপাটের বাজেট' হিসেবে উল্লেখ করে শিক্ষাখাতে বিশাল বরাদ্দের খাতওয়ারী বিবরণী থাকার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বড় অংকের বরাদ্দ রাখা হলেও বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেতন ১০০ ভাগে উন্নীত করা, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করা, বেসরকারী ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের দিকনির্দেশনা ও সুস্পষ্ট বরাদ্দ না থাকায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি পদ্মা সেতুর জন্য অর্থ বরাদ্দ না থাকায় গোটা দক্ষিণাঞ্চলবাসী হতাশ ও ক্ষুব্ধ বলে সংসদকে জানান।

বিএনপির এ কে এম ফজলুল হক মিলন বলেন, বাজেট যত সুন্দরই হোক তার বাস্তবায়নে প্রধান প্রতিবন্ধক বিরোধী দল। তারা ঢাকা অচল, দেশ অচল-অবরোধের নামে দেশ ও দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে। তিনি জোট সরকারের উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি তুলে ধরেন। জনাব মিলন বিরোধীদলীয় নেত্রীর এক বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বাকশাল কায়েমের ঘোষণা দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ স্বাধীন দেশে পরাধীনতার শৃঙ্খলে থাকতে চায়। কথায় কথায় বিদেশীদের কাছে বিচার দেয়। তাদের হাতে মোড়লিপনা তুলে দিতে চায়। তিনি প্রস্তাবিত বাজেটকে সময়োপযোগী সুষম বাজেট হিসেবে উল্লেখ করেন।

জামায়াতে ইসলামীর আবু সাঈদ মোহাম্মদ সাহাদত হোসাইন প্রস্তাবিত বাজেটকে গণমুখী, কল্যাণকর ও দরিদ্র হিতৈষী বাজেট হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী পূরণ ও ফাজিল-কামিলকে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মান দেয়ার দাবী জানান। তিনি বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর কালো থাবা নেমে এসেছিল এবং শত শত মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন। জনাব সাঈদ বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটের কারণে দেশের জনগণ আগামী নির্বাচনে আবারো খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে জোট সরকারকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আওয়ামী লীগের তালুকদার আবুল খালেক প্রস্তাবিত বাজেটকে ভাঁওতাবাজির বাজেট হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, অর্থমন্ত্রী সবাইকে খুশি করতে গিয়ে উচ্চাবিলাসের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি বলেন, জোট সরকারের সাড়ে ৪ বছরে চোখে পড়ার মত কোন উন্নয়ন হয়নি। যা হয়েছে তা কেবলই লুটপাট। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার আমলে খুলনা অঞ্চলে নানা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড শুরু হলেও জোট সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় গোটা খুলনা অঞ্চলের অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়েছে। মিল-বন্দর বন্ধ করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী খুলনার জনগণের সাথে সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। আগামী নির্বাচনে জনগণ এর জবাব দেবে।